জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৪

২০১৪ সালের ... নং আইন

যেহেতু বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ক) অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে যে, রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদনশক্তির ক্রমবৃদ্ধিসাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের সুষম উন্নতিসাধন, যাহাতে নাগরিকদের জন্য অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণ অর্জন নিশ্চিত করা যায়; এবং

যেহেতু বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমতার ভিত্তিতে মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিতকরণের জন্য টেকসই, ন্যায়সঙ্গত, কার্যকরী এবং দক্ষ স্বাস্থ্য সুরক্ষা অর্থায়ন জরুরী; এবং

যেহেতু সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেকসই স্বাস্থ্য অর্থায়নের বিধান প্রণয়ন জরুরী যা আর্থিক ঝুঁকির সুরক্ষা দৃঢ়করণ, এবং স্বাস্থ্যসেবা অধিক জনসংখ্যার প্রতি সম্প্রসারণ নিশ্চিত করিবে;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ--

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রবর্তন, প্রয়োগ। -(১) এই আইন জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা আইন, ২০১৪ হিসাবে অভিহিত হইবে।

(২) এই আইন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না-

(ক) প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্য (সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী), কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত;

(খ) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের সদস্যবৃন্দ;

(গ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সদস্যবৃন্দ;

(ঘ) বাংলাদেশ পুলিশের সদস্যবৃন্দ;

(ঘ) দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) তে বর্ণিত ব্যক্তিবৃন্দের পরিবারের সদস্যগণ;

(ঙ)অনাবাসিক বাংলাদেশী; এবং

(চ) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন এমন ব্যাক্তি;

(৩) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে দফা (২) এ বর্ণিত তালিকা সংশোধন করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের ধারা ১ এবং ২ অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং অন্যান্য ধারাগুলি সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে তারিখ নির্ধারন করিবে সেই তারিখে বলবৎ হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে সরকার ভিন্ন তারিখ অথবা বিভিন্ন এলাকার জন্য বিভিন্ন তারিখ অথবা কোনো নির্দিষ্ট এলাকার নির্দিষ্ট শ্রেণীর জনগোষ্ঠির জন্য ভিন্ন তারিখ নির্ধারিত করিতে পারিবে।

২। **আইনের প্রাধান্য**।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধান সমূহ কার্যকর থাকিবে।

৩। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ৫ এ উল্লিখিত জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ;

(খ) "সেবা প্যাকেজ" অর্থ কোনো কার্ডধারী অথবা সুবিধাভোগীকে প্রদেয় তফসিল খ তে বর্ণিত ন্যূনতম সেবা যাহা ঐ তফসিলে উল্লিখিত বহির্ভূত সেবা তালিকাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে না;

(গ) "সুবিধাভোগী" বলিতে ধারা ৪২(৪) এ বর্ণিত কোনো কার্ডধারীর পোষ্যকে বোঝাইবে;

(ঘ) "বোর্ড" অর্থ ধারা ১০ এ বর্ণিত নির্বাহী বোর্ড;

(ঙ) "কার্ডধারী" অর্থ এমন ব্যাক্তি যাহার প্রতি ধারা ৪৩, ৪৫ অথবা ৪৬ এর অধীনে কার্ড ইস্যু করা হইয়াছে;

(চ) "চেয়ারম্যান" অর্থ পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান;

(ছ) "বাধ্যতামূলক চাঁদা" অর্থ ধারা ২৯ এ বর্ণিত কার্ডধারীর চাঁদা;

(জ) "পরিষদ" অর্থ ধারা ৮ এ বর্ণিত পরিচালনা পরিষদ;

(ঝ) "ফৌজদারি কার্যবিধি" অর্থ The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act no. V of 1898);

(ঞ) "চিকিৎসক" অর্থ বাংলাদেশ মেডিকাল এবং ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ২০১০ এ উল্লিখিত মেডিক্যাল চিকিৎসক;

(ট) "নির্বাহী চেয়ারম্যান" অর্থ নির্বাহী বোর্ডের নির্বাহী চেয়ারম্যান;

(ঠ) "তহবিল" অর্থ ধারা ২৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল;

(ড) "স্বাস্থ্য কার্ড" অর্থ ধারা ৪৩, ৪৫ অথবা ৪৬ এ বর্ণিত স্বাস্থ্য কার্ড;

(ঢ) "সদস্য" অর্থ নির্বাহী বোর্ডের সদস্য;

(ণ) "সেবা প্রদানকারী" বলিতে বুঝাইবে-

(অ) এবটি স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যাহা যথাযথভাবে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন প্রাপ্ত এবং যাহা মূলত স্বাস্থ্য উন্নয়ন, রোগ প্রতিরোধ, রোগনির্ণয়, চিকিৎসার সুবিধাদি এবং অসুস্থতা, রোগ, আঘাত, অক্ষমতা, বিকলাঙ্গতায় আক্রান্ত ব্যক্তির সেবা প্রদান অথবা প্রসূতি সেবা প্রদান কওে অথবা এইরূপ সুবিধাদি রক্ষণাবেক্ষন এবং পরিচালনা করে; অথবা আরোগ্যশালা, শিশুশালা, ঔষধ বিতরণ বিভাগ এবং অনুরূপ প্রতিষ্ঠান যাহা অন্য কোন নামে পরিচিত;

(আ) একজন স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার, যিনি একজন চিকিৎসক বা বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধনকৃত একজন ডেন্টিস্ট বা যিনি বাংলাদেশে সেবা প্রদানে লাইসেন্স প্রাপ্ত একজন নার্স, ধাত্রী, অথবা অন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবা পেশাদার;

(ই) উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা হাসপাতাল অথবা মেডিক্যাল কলেজ; অথবা,

(ঈ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত অন্য কোনো স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান;

(ত) "তফসিল" অর্থ এই আইনের যে কোন তফসিল।

৪। আইনের উদ্দেশ্য।-এই আইনের সাধারণ উদ্দেশ্য হইতেছে-

(ক) বাংলাদেশের সকল নাগরিককে মানসম্মত, ব্যয়সাধ্য, ন্যায়সঙ্গত এবং উৎকর্ষমণ্ডিত স্বাস্থ্যসেবা দান করা;

(খ) এ ধরণের স্বাস্থ্যসেবায় সকলের প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ;

(গ) প্রদেয় স্বাস্থ্যসেবার মানদণ্ড নির্ধারণ করা এবং তাহা বহাল রাখার কৌশল নিশ্চিতকরা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জাতীয় স্বাস্থ্য রক্ষা কর্তৃপক্ষ

৫। কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এতদ্বারা একটি কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত হইবে যাহা জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ নামে অভিহিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং কর্তৃপক্ষ ইহার নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৬। সাধারণ নির্দেশনা।- (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে কর্তৃপক্ষের সাধারণ নির্দেশনা এবং প্রশাসনিক দায়িত্ব নির্বাহী বোর্ডের উপর অর্পিত হইবে এবং উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে ইহা সকল ক্ষমতার প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং সকল কাজ ও বিষয় সম্পন্ন করিতে পারিবে যাহা কর্তৃপক্ষ করিতে পারে।

(২) নির্বাহী বোর্ড ইহার কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নীতিগত নির্দেশনা এবং সাধারণ নির্দেশাবলি অনুসরণ করিবে।

৭। প্রধান কার্যালয় ইত্যাদি- (১) কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় অবস্থিত হইবে।

(২) কর্তৃপক্ষ জেলা এবং উপজেলায় অথবা ইহার বিবেচনায় প্রয়োজনীয় অন্যান্য স্থানে, স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস নামে ইহার শাখা খুলিতে পারিবে।

৮।পরিচালনা পরিষদ।-(১) কর্তৃপক্ষের একটি পরিচালনা পরিষদ থাকিবে যাহা নিম্নবর্নিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে-

ক. মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

খ. নির্বাহী চেয়ারম্যান, যিনি পরিষদের সচিবও হইবেন;

গ. সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

ঘ. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়;

ঙ. সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়;

চ. সদস্য, অর্থনৈতিক বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন;

ছ. উপাচার্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়;

জ. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল এ্যাসোসিয়েশন;

ঝ. সভাপতি, বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল;

ঞ. মহা হিসাব- নিরীক্ষক;

ট. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর;

ঠ. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়;

ড. সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন মানবাধিকার কর্মী;

ঢ. সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন নারী, যিনি নারী অধিকার আদায় কার্যে অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন;

ণ. বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট বার এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক মনোনীত অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞ একজন আইনজীবী;

ত. বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন কর্তৃক মনোনীত একজন সাংবাদিক যিনি স্বাস্থ্য খাতে অন্যূন ২০ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত যে কোন পদ শূন্য থাকার কারণে অথবা উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সদস্য মনোনয়নে ব্যর্থতার কারণে পরিচালনা পরিষদের গঠন অবৈধ হইবে না।

৯। পরিষদের বৈঠক।- (১) এই ধারার বিধান অনুযায়ী পরিষদ ইহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(২) পরিষদের সকল সভা, সভাপতির সহিত পরামর্শক্রমে ইহার সচিব আহ্বান করিবেন এবং সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে অনুষ্ঠিত হইবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বছরে পরিষদের অন্যূন দুইটি সভা আহ্বান করিতে হইবে।

(৩) পাঁচ (৫) সদস্যের উপস্থিতিতে পরিষদের এর যে কোন সভায় কোরাম গঠিত হইবে।

(৪) পরিষদ সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় বিশেষজ্ঞদের ইহার যে কোন সভায় আমন্ত্রন করিতে পারিবে।

(৫) সভাপতি পরিষদের সভার সভাপতিত্ব করিবেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিতে ধারা ৮ এর উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত তালিকার ক্রম অনুযায়ী পরবর্তী সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন।

(৬) পরিষদের সকল সভার সিদ্ধান্ত সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হইবে, এবং সমান সংখ্যক ভোটের ক্ষেত্রে সভাপতির একটি নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

১০ ।কার্যনির্বাহী বোর্ডের গঠন-(১) কার্যনির্বাহী বোর্ড পাঁচ (৫) সদস্য বিশিষ্ট হইবে এবং ইহাদের একজন সরকার কর্তৃক বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবেন।

(২) একজন সদস্য ডাক্তার হইবেন এবং বাকি সদস্যগনের যোগ্যতা ধারা **১১** এবং **১২** এর বিধানানুযায়ী নির্ধারিত হইবে।

(৩) কোন সদস্যের পদ শূন্য হইবার কারণে কার্যনির্বাহী বোর্ডের গঠন অবৈধ হইবে না।

১১। নিয়োগ, কার্যকাল এবং সদস্যদের চাকুরীর শর্তাবলী ইত্যাদি-(১) বোর্ডের সদস্যগণ সরকার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন এবং তাহারা পূর্ণকালীন দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) এই আইনের বিধান অনুযায়ী, সদস্যবৃন্দ তাহাদের পদে চার (৪) বছর পর্যন্ত বহাল থাকিবেন এবং একাধিক মেয়াদে নিয়োগ প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইবেন না**:**

তবে শর্ত থাকে যে, ৬৭ বছর বয়সে উপনীত হইয়াছেন এমন ব্যক্তি সদস্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার অথবা ঐ পদে বহাল থাকিবার অধিকারী হইবেন না।

(৩) সদস্যদের বেতন এবং অন্যান্য শর্তাবলী সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত হইবে।

(৪) কোনো সদস্য তাহার দায়িত্ব গ্রহণ করিবার পূর্বে লিখিতভাবে ঘোষণা দিবেন যে -

(ক) তিনি ধারা **১২** এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) হইতে (চ) তে বর্ণিত শর্তাবলীর কোন একটির কারণে অযোগ্য নহেন; এবং

(খ) নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার সময়ে তাহার মালিকানাধীন সম্পত্তির বিবরণ ।

১২। সদস্যদের যোগ্যতা এবং অযোগ্যতা-(১) সদস্য হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার জন্য কোন ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে-

(ক) ডাক্তারের ক্ষেত্রে অন্তত বিশ (২০) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন দেশে অথবা বিদেশে কর্মরত ডাক্তার;

(খ) অন্য সদস্যদের ক্ষেত্রে, কোনো সরকারী প্রতিষ্ঠানে অথবা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে অথবা স্বনামধন্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদে ব্যবস্থাপনা, প্রশাসন, অর্থ, আইন অথবা বীমা বিষয়ে বিশ (২০) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি;

(২) কোন ব্যক্তি সদস্য হইবার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হইয়া থাকেন;

(খ) সংসদ অথবা স্থানীয় সরকার অথবা ট্রেড ইউনিয়ন এর সদস্য হিসাবে নির্বাচিত অথবা মনোনীত হইয়া থাকেন;

(গ) যদি কোনো যোগ্য আদালত অথবা বাংলাদেশ ব্যাংক অথবা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান দ্বারা ঋণখেলাপি হিসাবে ঘোষিত হইয়া থাকেন;

(ঘ) যদি এখতিয়ার সম্পন্ন আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন এবং তাহার অবসান ঘটিয়া না থাকে;

(ঙ) যদি নৈতিক স্খলন জনিত কোন ফৌজদারী আদালতে দোষী সাব্যস্ত হইয়া অন্যূন দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন অথবা এই আইন বা বিধির অধীনে কোন অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন এবং তাহার মুক্তি পাইবার পর পাঁচ (৫) বছর অতিক্রান্ত না হইয়া থাকে;

(চ) যাহার মালিক, শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক, অফিসার, অংশীদার অথবা পরামর্শক হিসেবে কোনো সরকারি অথবা বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনো ফার্ম, কোম্পানি অথবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যাহা স্বাস্থ্যসেবা, মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি, ঔষধ অথবা অন্যান্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত জিনিসপত্র নিয়ে ব্যবসা করে অথবা মুনাফার জন্য কোনো স্বাস্থ্য বীমার সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ স্বার্থ রহিয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের কোন সদস্যকে অথবা কর্মকর্তাকে যেই নামেই ডাকা হোক না কেন উক্ত পদে চাকুরী না করিবার শর্তে নির্বাহী বোর্ডে নিয়োগ দেওয়া যাইবে;

(ছ) মানসিক অথবা শারীরিক অক্ষমতার কারণে নিজের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ;

(জ) যদি নিয়োগপ্রাপ্ত হইবার পরে তাহার পদের বাহিরে অন্য কোনো লাভজনক কাজে অংশগ্রহণ করিয়া থাকেন;

১৩। সদস্য অপসারণ-(১) শুধুমাত্র নিম্নোক্ত কারন ব্যতীত কোনো সদস্যকে তাহার চাকুরির মেয়াদ থাকাকালীন তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না-

(ক) ধারা ১২(২) এর অধীনে বর্ণিত কোনো অযোগ্যতা থাকিলে;

(খ) নিজের দায়িত্ব পালনে গুরুতর অসদাচরণ থাকিলে;

(গ) ধারা ১১(৪) এ বর্ণিত কোনো বিষয়ে মিথ্যা ঘোষণা দিলে;

(২) কোনো সদস্যকে তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে যুক্তিসঙ্গত লিখিত কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে না।

(৩) এই আইনের অধীন কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের জন্য সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যাক্তিবর্গের সমন্বয়ে তিন সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবে;

(ক) একজন সুপ্রীম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি যিনি ইহার আহ্বায়ক হইবেন;

(খ) সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব; এবং,

(গ) যে বিষয়ে মূল অভিযোগ আনা হইয়াছে ঐ বিষয়ে একজন বিশেষজ্ঞ;

(২) তদন্ত কমিটি তদন্ত কার্য পরিচালনায় বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

১৪। নির্বাহী বোর্ডের সভা-(১) নির্বাহী চেয়ারম্যান সময়ে সময়ে নির্বাহী বোর্ডের সভা আহ্বান করিতে পারিবেন এবং উক্ত সভার সভাপতিত্ব করিবেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাহী চেয়ারম্যান কোনো কারণে সভায় অনুপস্থিত থাকিলে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সদস্য সভার সভাপতিত্ব করিবেন।

ব্যাখ্যা- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্যে সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে তাহাদের নিয়োগের উপর ভিত্তি করিয়া এবং যদি দুই বা ততোধিক সদস্য একই প্রজ্ঞাপন অথবা চিঠির মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন সেই ক্ষেত্রে প্রজ্ঞাপন অথবা চিঠিতে উল্লিখিত নামের ক্রম অনুযায়ী তাহাদের জ্যেষ্ঠতা নির্ধারিত হইবে।

(২) এই আইনের বিধান অনুযায়ী বোর্ড রেজল্যুশনের মাধ্যমে সভা আহ্বানের, ইহার নিমিত্ত নোটিশ প্রদানের, আলোচ্যসূচি নির্ধারণের পদ্ধতি এবং এরূপ সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি নির্ণয় করিতে পারিবেন।

১৫। পরিষদের কার্যাবলী-এই আইনের বিধান অনুযায়ী পরিষদ নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিবে-

(ক) নির্বাহী বোর্ডের জন্য নির্দেশনাবলী প্রণয়ন;

(খ) নির্বাহী বোর্ডের সাধারণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কিছু নির্ধারিত বিষয়ের জন্য সাধারণ দিক নির্দেশনা জারি;

(গ) এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান অনুমোদন;

(ঘ) নির্বাহী বোর্ডের সুপারিশকৃত বাৎসরিক বাজেট এবং কার্যপরিকল্পনা অনুমোদন;

(ঙ) এই আইনের প্রয়োগের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা নির্ধারণ;

(চ) বিবিধ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের অনুসরণের জন্য মানদণ্ড নির্ধারণ ও অনুমোদন;

(ছ) সময়ে সময়ে স্বাস্থ্য বীমার অনুদান সংক্রান্ত পরিধি নির্ধারণ;

(জ) নির্বাহী বোর্ডের কার্যক্রম পর্যালোচনা এবং মূল্যায়ন; এবং

(ঝ) বিবিধ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গৃহীত ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা অনুমোদন।

১৬। নির্বাহী বোর্ডের কার্যাবলী।-নির্বাহী বোর্ড নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদন করিবে-

(ক) সদস্য অথবা কার্ডধারীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, পরিচালনা এবং বাস্তবায়ন;

(খ) স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস স্থাপন;

(গ) কর্তৃপক্ষের জন্যে কর্মচারী এবং কর্মকর্তা নিয়োগ দান;

(ঘ) স্বাস্থ্যসেবার মানদণ্ড নির্ধারণ;

(ঙ) বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী নিয়োগের নিমিত্তে তাহাদের যোগ্যতা নির্ধারণ;

(চ) বেসরকারী সেবাপ্রদানকারী মনোনয়ন এবং নিয়োগ প্রদান;

(ছ) কার্ডধারীদের এবং তাহাদিগকে প্রদেয় সেবার রেকর্ড রক্ষা;

(জ) সেবা প্রদানকারীদের নির্দেশনা দান, পরিদর্শন এবং তাহাদের দ্বারা প্রদেয় সেবার মূল্যায়ন;

(ঝ) সময়ে সময়ে সেবা প্যাকেজ মূল্যায়ন;

(ঞ) কর্তৃপক্ষের দেয়া অনুদান সংগ্রহ, তত্ত্বাবধান এবং পরিচালনা;

(ট) সিকিউরিটি খাতে অনুদানের অতিরিক্ত অর্থ (যাহা কিনা কোন কোম্পানির শেয়ার অথবা ডিবেঞ্চার নয়) বিনিয়োগ;

(ঠ) সেবা প্রদানকারীদের দ্বারা অনুসরণীয় কোড প্রণয়ন;

(ড) শাখা অফিস কর্তৃক অনুসরণীয় দিক নির্দেশনা জারিকরণ;

(ঢ) কোনো সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা অথবা সেবা প্রদানকারীর উদ্দেশ্যে আদেশ জারিকরণ;

(ণ) সেবা প্রদানকারী, সংশ্লিষ্ট পেশাদার এবং অন্যান্য মানুষ অথবা অঙ্গসংগঠন এর সহিত আলোচনা এবং চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া;

(ত) কোনো নির্দিষ্ট এলাকা অথবা সমগ্র দেশের জন্যে নতুন পরিকল্পনা তৈরি এবং আরম্ভ;

(থ) খসড়া প্রবিধান তৈরি এবং উহা পরিষদে অনুমোদনের জন্যে উপস্থাপন;

(ন) বাৎসরিক কার্যপরিকল্পনা এবং বাজেট তৈরি এবং তাহা পরিষদের অনুমোদনের নিমিত্ত উত্থাপন;

(প) বাৎসরিক রিপোর্ট তৈরি এবং তাহা সংসদে উত্থাপনের নিমিত্ত পরিষদের সদস্যগণের সামনে পেশকরণ;

(ফ) ইহার যে কোনো ক্ষমতা কোনো সদস্য, কর্তৃপক্ষ অথবা কোনো কর্মকর্তাকে অর্পণ;

(ভ) এই আইনের বিধান বাস্তবায়নের এবং উপরিউক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল কার্যক্রম।

১৭। নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য সদস্যদের কার্যাবলী-(১) নির্বাহী বোর্ডের চেয়ারম্যানকে নির্বাহী চেয়ারম্যান বলা হইবে এবং তিনি কর্তৃপক্ষের প্রধান নির্বাহী হইবেন এবং তিনি নির্বাহী বোর্ডের সার্বিক কাজের জন্য দায়ী হইবেন।

(২) নির্বাহী বোর্ড কার্যাবলীর তালিকা রক্ষা করিবেন-

(ক) যেগুলো বোর্ড কর্তৃক সম্মিলিতভাবে পালন করা হইবে; এবং

(খ) যেগুলো বোর্ডের প্রধান ব্যতীত অন্যান্য সদস্যদের উপর অর্পিত হইবে;

(গ) নির্বাহী চেয়ারম্যান সদস্যদের উপর অর্পিত কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান করিবেন এবং যেসব কার্যাবলী কোনো সদস্যের উপর অর্পিত হয় নাই সেইসব কার্যাবলী নির্বাহী বোর্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া পর্যন্ত নির্বাহী চেয়ারম্যান কর্তৃক সম্পাদিত হইবে।

১৮। কর্মকর্তা নিয়োগ ইত্যাদি।- কর্তৃপক্ষ ইহার কার্যাবলী যথাযথভাবে নিষ্পত্তির জন্যে তদকর্তৃক নির্ধারিত শর্তে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরামর্শক, উপদেষ্টা, নিরীক্ষক এবং ঠিকাদার নিয়োগ দিতে পারিবেন।

১৯। স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিসের কার্যক্রম- স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস নিম্নবর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করিবে-

(ক) এখতিয়ারাধীন এলাকায় এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেবা প্রদানকারীদের সহিত পরামর্শ এবং সমন্বয় সাধন;

(খ) কার্ডধারীদের চাঁদা সংগ্রহ এবং গ্রহণ;

(গ) স্থানীয় ক্ষেত্রে কার্ডধারী অথবা সুবিধাভোগীদের যোগ্যতা তালিকার রক্ষণাবেক্ষণ;

(ঘ) অফিসের চাহিদানুযায়ী এবং বোর্ড দ্বারা জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী যেসকল ব্যাক্তিগণ চাঁদা প্রদান করিয়াছেন তাহাদেরকে স্বাস্থ্যকার্ড প্রদান;

(ঙ) বোর্ডকে একটি অনুদান পরিশিষ্ট প্রদান, যাহাতে প্রত্যেক ব্যাক্তি এবং পরিবার কর্তৃক প্রদেয় চাঁদা, এবং একটি সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিগত অভিন্ন সেবা প্যাকেজ যাহা কিনা অন্তত বোর্ড অনুমোদিত নূন্যতম সেবা প্যাকেজ এর সমান হইবে;

(চ) স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের তাহাদের এখতিয়ারাধীন এলাকাতে স্বীকৃতি প্রদান অথবা স্বীকৃতি প্রদান না করার সুপারিশ করা;

(ছ) সেবা প্রদানকারীদের দাবী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ, প্রক্রিয়া এবং পর্যালোচনা;

(জ) কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য অফিসের সহিত রেফারেল ব্যবস্থা এবং নেটওয়ার্ক ব্যাবস্থা স্থাপনের বন্দোবস্ত করা;

(ঝ) এমন কলাকৌশল স্থাপন করা যাহাতে বেসরকারী এবং সরকারী খাতে স্বাস্থ্য সুবিধা এবং মানব সম্পদ, স্বাস্থ্য খাতের উন্নতির জন্য ভাগাভাগি করা যায়;

(ঞ) কর্তৃপক্ষের তথ্য ব্যবস্থাপনা সিস্টেমকে সমর্থন প্রদান;

(ট) তথ্য এবং শিক্ষার সেসব কার্যক্রমে অংশগ্রহণ যাহা রোগ প্রতিরোধ এবং সরকারের স্বাস্থ্য উন্নয়ন সম্বন্ধীয় অগ্রাধিকার অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ;

(ঠ) বোর্ড দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশনা অনুযায়ী বাৎসরিক রিপোর্ট তৈরি এবং তাহা কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ;

(ড) সময়ে সময়ে নির্বাহী বোর্ডকে যেসব কার্যক্রম দেওয়া হইবে তাহা পালন;

তৃতীয় অধ্যায়

এ্যাক্রেডিটেশন কমিটি

২০। এ্যাক্রেডিটেশন কমিটি।- নিম্নবর্ণিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি এ্যাক্রেডিটেশন কমিটি থাকিবে-

(ক) ২০ বৎসর যাবত প্র্যাকটিসরত এবং ১০ বৎসর যাবত হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার সাহিত জড়িত একজন ডাক্তার;

(খ) ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ডাক্তার; এবং

(গ) যথাসম্ভব স্বাস্থ্য সেবা খাতে ১০ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট।

২১। এ্যাক্রেডিটেশন কমিটির কাজ।- (১) এ্যাক্রেডিটেশন কমিটির কাজ হইবে সেবা প্রদানকারীর তালিকাভুক্তি প্রত্যয়ন, এই আইনের অধীন সেবা প্রদানকারীর মেডিকেল এবং আর্থিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং বিশেষ করিয়া নিম্নলিখিত কার্যক্রমগুলো -

(ক) সেবা প্রদানকারীর অবস্থা এবং প্রদেয় সেবার মান বিচার;

(খ) সেবা প্রদানকারীদের বা তাহাদের একটি অংশকে বা যেকোন একজন সেবা প্রদানকারীকে দক্ষ এবং মানসম্পন্ন সেবা প্রদান করিবার লক্ষ্যে সাধারণ দিক-নির্দেশনা প্রদান;

(গ) সারা দেশের সেবা প্রদানকারীদের প্রদেয় স্বাস্থ্যসেবা পর্যবেক্ষণ;

(ঘ) শাখা অফিস কর্তৃক সেবা প্রদানকারীদের প্রদেয় পেমেন্ট এবং দিক-নির্দেশনা পর্যবেক্ষণ;

(ঙ) শাখা অফিসকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(চ) দফা ক হইতে ঙ তে বর্ণিত যেকোন ক্ষেত্রে শাখা অফিস এবং সেবা প্রদানকারীদের রিপোর্ট পেশ করিতে বলা;

(ছ) নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্য সকল দায়িত্ব পালন;

(জ) দফা ক হইতে ছ তে বর্ণিত সকল দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় অন্য সকল কার্য সম্পাদন;

(২) কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দিক-নির্দেশনা সকল শাখা অফিস এবং সেবা প্রদানকারীদের উপর বাধ্যকর হইবে।

(৩) কমিটি ইহার দায়িত্ব পালনের সময় নির্বাহী বোর্ডের নিকট দায়বদ্ধ থাকিবে।

২২। কমিটি সদস্যদের নিয়োগ, কার্যকাল, অপসারণ এবং চাকুরীর শর্তাবলী।- ধারা ২০ এর বিধান সাপেক্ষে, ধারা ১১, ১২ এবং ১৩ এর বিধানাবলী এ্যাক্রেডিটেশন কমিটির সদস্যদের নিয়োগ, কার্যকাল, যোগ্যতা, অযোগ্যতা, অপসারণ এবং চাকুরীর অন্যান্য নিয়ম এবং শর্তাবলীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

২৩।কমিটির সভা।-(১) আহবায়ক সভা আহবান করিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতিতে পরবর্তী জ্যেষ্ঠ সদস্য সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যাঃ কমিটির সদস্যদের জ্যেষ্ঠতা নিয়োগ প্রদানের তারিখের উপর ভিত্তি করিয়া গণ্য হইবে এবং যদি একই তারিখে দুই বা ততোধিক সদস্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা হইলে নামের ক্রম অনুযায়ী জ্যেষ্ঠতা গণ্য হইবে।

(২) কমিটির সদস্যদের দুই জনের উপস্থিতিতে কোরাম হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাহী চেয়ারম্যান সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, তবে ভোট প্রদান হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) কমিটির সভার পদ্ধতি কমিটি কর্তৃক রেজ্যুলুশন দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল

২৪। জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল।- (১) কর্তৃপক্ষের, জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা তহবিল নামে একটি তহবিল থাকিবে।

(২) উক্ত তহবিল নিম্নবর্ণিত অর্থের সমন্বয়ে গঠিত হইবে-

(ক) সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ;

(খ) কার্ডধারীদের দ্বারা প্রদেয় চাঁদা;

(গ) সরকার বা অন্য কোনো সংস্থার অনুদান;

(ঘ) কোন জাতীয় অথবা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঙ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঋণকৃত অর্থসমূহ;

(চ) কর্তৃপক্ষের বিনিয়োগকৃত অর্থ হইতে অর্জিত আয় অথবা মুনাফা;

(জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সেবার জন্য কানো পারিশ্রমিক অথবা মূল্য;

(ঝ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরকার অনুমোদিত অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

২৫। তহবিলের ব্যবস্থাপনা এবং বিনিয়োগ ইত্যাদি-(১) এই তহবিলের অর্থ সরকারী ট্রেজারিতে অথবা নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত এক বা একাধিক রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এ জমা থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্বাহী বোর্ড সহজ এবং সময়মত অর্থ গ্রহণ এবং বণ্টনের নিমিত্ত উপজেলা পর্যায়ে অথবা তার থেকেও দূরবর্তী এলাকায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ব্যতীত অন্য কোনো ব্যাংক নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এইসব ক্ষেত্রে নির্বাহী বোর্ড সর্বোচ্চ অর্থসীমা, অর্থ জমা থাকিবার সময়সীমা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(২) সকল ধরণের অর্থ গ্রহণ, খরচ, এবং বিনিয়োগ প্রবিধান অনুযায়ী হইবে, এবং এরূপ প্রবিধান প্রণয়নের পূর্বে এরূপ অর্থ গ্রহণ এবং তার খরচ সময়ে সময়ে নির্বাহী বোর্ডের নির্দেশনা অনুযায়ী হইবে।

(৩) নির্বাহী বোর্ড কোন কোম্পানির শেয়ার এবং ডিবেঞ্চার ব্যতীত অন্য যে কোনো সিকিউরিটির ক্ষেত্রে এই তহবিলের আংশিক অর্থ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

(৪) প্রবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত নির্বাহী বোর্ড-

(ক) সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশের এর মাধ্যমে ব্যাংক হিসাব সমূহ হইতে অর্থ উত্তোলন ও খরচের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মকর্তাদের অনুমোদন প্রদান করিবে;

(খ) সকল অর্থের হিসাব সংরক্ষণের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে যাহা যে কোন উৎস হইতে গ্রহণ করা হইয়াছে অথবা কোন কর্মকর্তা অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা উত্তোলন অথবা ব্যয় করা হইয়াছে।

২৬। বিশেষ তহবিল।- কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ তহবিল গঠনের জন্য তহবিল এর একটি অংশ পৃথক করিতে পারিবে এবং উহা প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রয়োগ করিতে পরিবে।

২৭।আর্থিক লেনদেনে বিলম্ব পরিহারকরণ|- নির্বাহী বোর্ড সেবা প্রদানকারীদের প্রাপ্য অর্থ প্রদানে বিলম্ব পরিহার করিবার মাধ্যমে কার্ডধারীদের সময়মত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের নিমিত্ত সময়ে সময়ে সাধারণ অথবা বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করিবে।

২৮।বাধ্যতামূলক অভ্যন্তরীণ বাৎসরিক হিসাব নিরীক্ষা।-(১) নির্বাহী বোর্ড প্রত্যেক অর্থবছর সমাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে তহবিলের সকল আয় এবং ব্যয় এবং যদি বিশেষ তহবিল থাকিয়া থাকে তবে সেই ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের সকল ইউনিট এবং সেবা প্রদানকারী কর্তৃক তহবিলের নিমিত্ত অথবা তহবিল হইতে গৃহীত, বণ্টিত এবং উত্তোলিত সকল অর্থের হিসাব নিরীক্ষার জন্য নিরীক্ষক নিয়োগ করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাহী বোর্ড প্রয়োজনীয় সংখ্যক চার্টার্ড একাউনট্যান্ট অথবা ফার্ম নিয়োগ করিতে পারিবে এবং স্বতন্ত্র ফার্ম কে কর্তৃপক্ষের নির্দিষ্ট ইউনিটের এবং নির্দিষ্ট এলাকার সেবা প্রদানকারীদের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারিবে।

(৩) কর্তৃপক্ষের সকল ইউনিট এবং প্রত্যেক সেবাপ্রদানকারী সঠিকভাবে সকল উপার্জন, খরচ এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি নিরীক্ষার নিমিত্ত, নিরীক্ষকদের সকল দলিলাদি, যন্ত্রপাতি, গুদাম, ওষুধ, রসিদ, রেজিস্টার এবং সকল হিসাব বহি এবং কম্পিউটার এর যাবতীয় উপাত্ত এবং অন্যান্য সকল মালপত্র দেখিবার অনুমতি প্রদান করিবে।

(৪) নিরীক্ষক তাহার নিয়োগের ৬০ দিনের মধ্যে তাহার দায়িত্বে প্রদানকৃত ইউনিট এবং সেবা প্রদানকারীদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন নির্বাহী বোর্ডের নিকট জমা দিবেন ।

(৫) নির্বাহী বোর্ড সকল ইউনিট এবং সেবা প্রদানকারী সম্পর্কিত নিরীক্ষা প্রতিবেদন গুলোকে একত্রিত করিবে এবং পরিষদের নিকট উপস্থাপনের নিমিত্ত একটি বাৎসরিক রিপোর্ট প্রস্তুত করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়
অর্থায়ন

২৯। কার্ডধারীদের অনুদান।- সকল কার্ডধারী প্রতি পঞ্জিকা বর্ষে তফসিলে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ চাঁদা তহবিলে প্রদান করিবেন।

৩০।সরকারী অনুদান।- (১) সরকার প্রতি অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বাজেট বিবেচনাক্রমে প্রয়োজনীয় পরিমাণ তহবিল বরাদ্দ করিবে।

(২) সরকার এই আইন প্রবর্তনের সময় তহবিলে এককালীন অনুদান প্রদান করিবে।

৩১। অন্যান্য উৎস।- এই আইনের অধীন কোন প্রকল্পের অর্থায়নের জন্য কর্তৃপক্ষের স্ব-উদ্যোগে অপর ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে মধ্যস্থতা করিবার এবং চুক্তি করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, তহবিল সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কোন বিদেশী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করিতে হইলে, কর্তৃপক্ষ সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বাস্থ্য সেবা এবং সেবা প্রদানকারী

৩২। কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীর জন্য নূন্যতম সেবা- (১) রোগী সেবা প্রদানকারীর অভ্যর্থনাকেন্দ্রে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একজন কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীর প্রতি সেবা প্রদান শুরু হইবে।

(২) প্রত্যেক সেবাপ্রদানকারী কার্ডধারী/ সুবিধাভোগীদের তফসিলে বর্ণিত নির্দেশনা অনুযায়ী সেবা প্রদান করিবে, যাহা সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সংশোধন করা যাইবে।

৩৩। সরকারী খাতের সেবা প্রদানকারী ।- এই আইনের অধীন সকল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জেলা পর্যায়ের সরকারী হাসপাতাল, সরকারী মেডিকেল কলেজ, এবং সরকার কর্তৃক স্থাপিত ও পরিচালিত অন্যান্য সেবা প্রদানকারী, সরকারী খাতের সেবা প্রদানকারীর দায়িত্ব পালন করিবে।

৩৪। সরকারী সেবা প্রদানকারী খাতের সীমিত আর্থিক স্বায়ত্তশাসন।- ট্রেজারী বিধিতে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন -

(ক) এই আইনের অধীন একটি সরকারী খাতের সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রাপ্ত অর্থ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে জাতীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রাপ্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(খ) এইরূপ প্রাপ্ত অর্থ নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত একটি ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা যাইবে।

(গ) সেবা প্রদানকারী কর্তৃক প্রাপ্তি হিসাব ও ব্যাংক আমানতের হিসাব পৃথকভাবে সংরক্ষিত হইবে।

(ঘ) নির্বাহী বোর্ড সময়ে সময়ে সেবা প্রদানকারীর দ্বারা প্রাপ্ত অর্থের অংশবিশেষ অবকাঠামোগত উন্নয়ন, সেবা প্রদানকারীর সরঞ্জাম, সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের আর্থিক উদ্দীপনা প্রদানের খরচের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারিবে।

৩৫। বেসরকারী সেবা প্রদানকারী খাত।- (১) ধারা ৩৩ এ উল্লিখিত সেবা প্রদানকারী ছাড়াও, নির্বাহী বোর্ড বেসরকারী খাতে সেবা প্রদানকারী নিয়োগ করিতে পারিবে, যদি প্রদানকারী নিম্নবর্ণিত নূন্যতম শর্তপূরণ করিতে পারে-

(ক) মানবসম্পদ, সরঞ্জামাদি এবং দালান-কোঠা সংশ্লিষ্ট এ্যাক্রেডিটেশন কমিটির দ্বারা নির্ধারিত মানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হয়;

(খ) পরবর্তী ধারায় নির্ধারিত পেমেন্ট পদ্ধতি গ্রহণ;

(গ) রেফারেল প্রোটোকল এবং স্বাস্থ্য সম্পদ বন্টন ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঘ) এই আইনের অধীন রোগীদের অধিকারের স্বীকৃতি:

(ঙ) তথ্য সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা গ্রহণ এবং নিয়মিত তথ্য স্থানান্তর।

(২) বেসরকারী খাতের সেবা প্রদানকারী নিয়োগের উদ্দেশ্যে নির্বাহী বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবেদন পত্রের আমন্ত্রন জানাইবে এবং উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নূন্যতম যোগ্যতা পূরণকারীকে সেবা প্রদানকারী হিসেবে নিয়োগ প্রদান করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নিয়োগ পাঁচ বছরের জন্য বৈধ থাকিবে যদি নির্বাহী বোর্ড ইহার পূর্বে এই নিয়োগ স্থগিত বা বাতিল না করে।

৩৬। রেফারেল।- (১) কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী নিকট একজন কার্ডধারী রোগীর জন্য চিকিৎসা সুবিধা অপর্যাপ্ত প্রতীয়মান হইলে, নিকটবর্তী অন্য কোন স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর নিকট, যেখানে ঐ রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা রহিয়াছে, সেখানে মেডিকেল সার্টিফিকেট সহ প্রেরণ করিবে।

(২) প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী যাহার নিকট রেফার করা হইবে, রোগীকে অবিলম্বে এবং সর্বোচ্চ যত্ন সহকারে পরিচর্যা করিবে।

৩৭। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট রেফারেল।- একজন কার্ডধারী বা সুবিধাভোগী সাধারণবৃত্তিক চিকিৎসকের নিকট হইতে রেফারেল প্রাপ্ত হওয়া ছাড়া কোন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সেবা পাইবার অধিকারী হইবেন না।

৩৮। জরুরী অবস্থা।- কোন জরুরী অবস্থায়, যেখানে রোগীর জীবন সংকটের সম্মুখীন, সেখানে ধারা ৩৬ এর অধীন আনুষ্ঠানিক রেফারেলের প্রয়োজন হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, সেবা প্রদানকারী নির্ধারিত পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসার ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস হইতে প্রাপ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার উদ্দেশ্যে যে চিকিৎসকের নিকট রোগী রিপোর্ট করিবেন বা রোগীকে নেওয়া হইবে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে নির্ধারণ করিবেন রোগীর জীবন সঙ্কটের ভিতর আছে কি না।

৩৯। কার্ডধারী কর্তৃক সেবা প্রদানকারীকে খরচ প্রদান।-(১) প্রত্যেক কার্ডধারী সেবা গ্রহণের জন্য সেবা প্রদানকারীকে নিম্নবর্ণিত খরচ প্রদান করিবেন-

(ক) সেবা প্রদানকারীর নিকট প্রথম রিপোর্ট করার সময়ের রেজিস্ট্রেশন ফি;

(খ) একজন আন্ত:রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম সেবা প্রদানকারীকে প্রযোজ্যক্ষেত্রে ভর্তি ফি প্রদান;

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ফি গুলো নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) রেফারেলের ক্ষেত্রে কার্ডধারীকে কোন ফি প্রদান করিতে হইবে না।

(৪) যদি কোন কার্ডধারী কেবিনে থাকিতে চায় এবং সেবা প্রদানকারী কেবিনের সুবিধা দিতে পারে তবে কার্ডধারী কেবিন চার্জও প্রদান করিবেন।

৪০ ।সেবা প্রদানকারীকে প্রদত্ত অর্থ।- (১) কর্তৃপক্ষ সেবা প্রদানকারীকে প্রদানকৃত সেবার জন্য সময়মতো অর্থ প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, এবং এই অর্থ প্রদান করা হইবে-

(ক) উপজেলা পর্যায়ে- যদি সেবা ইউনিয়ন বা উপজেলা পর্যায়ে প্রদান করা হয়;

(খ) জেলা পর্যায়ে- যদি সেবা জেলা পর্যায়ে প্রদান করা হয়।

(২) কর্তৃপক্ষ সেবা প্রদানকারীদের দাবী-দাওয়াগুলো সময়ে-সময়ে পর্যালোচনার জন্য চিকিৎসক এবং বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে একটি দাবি পর্যালোচনা প্যানেল গঠন করিবে।

(৩) পেমেন্টের পদ্ধতি প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪১ ।সেবা প্রদানকারীর দায়বদ্ধতা।- (১) একটি সেবা প্রদানকারীর চিকিৎসক এবং অন্যান্য সকল কর্মকর্তা এই আইনের বিধান, এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি এবং প্রবিধান এবং নির্বাহী বোর্ড ও স্বীকৃতি কমিটি কর্তৃক জারিকৃত সকল দিক-নির্দেশনা মানিয়া চলিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) সকল সেবা প্রদানকারী নির্বাহী বোর্ড কর্তৃক ক্ষেত্রবিশেষে স্বীকৃতি কমিটি কর্তৃক যেভাবে নির্ধারণ করা হয় সেইভাবে-

(ক) কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীকে প্রদানকৃত সেবা রেকর্ড এবং সংরক্ষণ করিয়া রাখিবে;এবং

(খ) নির্বাহী বোর্ড বা স্বীকৃতি কমিটি অথবা বোর্ড বা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিকে প্রবেশাধিকারের অনুমতি প্রদান করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

কার্ডধারী এবং সুবিধাভোগী

৪২। যোগ্য কার্ডধারী এবং সুবিধাভোগীর তালিকা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্বাহী বোর্ড বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে, উপজেলা ভিত্তিক এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে থানা ভিত্তিক যোগ্য কার্ডধারী এবং সুবিধাভোগীদের তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী তালিকা প্রস্তুতির জন্য, নির্বাহী কর্তৃপক্ষ প্রাধিকার নির্ধারণের জন্য নিম্নবর্ণিত ক্রম অনুসরণ করিবে-

(ক) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত দারিদ্র্য সীমার নিম্ন শ্রেণী;

(খ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত প্রান্তিক আয়ের শ্রেণী;

(গ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত মধ্যম আয়ের শ্রেণী;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চ মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের শ্রেণী;

(৩) নির্বাহী বোর্ড যোগ্য ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদানকল্পে তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং তালিকার বিষয়বস্তু প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৪) তালিকায় যোগ্য ব্যক্তি হিসেবে পরিবারের প্রধান এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ তাহার উপর নির্ভরশীল হিসাবে গণ্য হইবে-

(ক) পরিবার প্রধানের স্বামী বা স্ত্রী;

(খ) নির্ভরশীল সন্তান;

(গ) নির্ভরশীল মাতা-পিতা;

(ঘ) নির্ভরশীল ভাই এবং বোন;

(ঙ) নির্ভরশীল নাতি বা নাতনী; এবং

(চ) গৃহকর্মী।

৪৩।অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম এবং কিশোর কেন্দ্রের অধিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্য কার্ড।-(১) নিম্নবর্ণিত প্রত্যেক ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা হইবে-

(ক) সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধিত অথবা পরিচালিত অনাথ আশ্রমে অবস্থানরত কোন অনাথ;

(খ) সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধিত অথবা পরিচালিত বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসরত কোন ব্যক্তি; এবং

(গ) সমাজকল্যাণ বিভাগ কর্তৃক নিবন্ধিত অথবা পরিচালিত শিশুকেন্দ্রে বসবাসরত একজন শিশু।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তিকে প্রদানকৃত স্বাস্থ্য কার্ড ততদিন পর্যন্ত বৈধ থকিবে যতদিন ঐ ব্যক্তি অনাথ আশ্রম, বৃদ্ধাশ্রম অথবা শিশুকেন্দ্র প্রযোজ্যক্ষেত্রে অবস্থান করিবে, তবে ইহার মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক হইবে না।

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত কার্ডধারীদের চাঁদা সরকার কর্তৃক প্রদান করা হইবে।

৪৪। তালিকার পুনর্বিবেচনা।- কর্তৃপক্ষ প্রতি দুই বছর পর পর ধারা ৩৩ এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা পুনর্বিবেচনা করিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, কর্তৃপক্ষ যদি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত কোন ব্যক্তির কোন বিবরনের পরিবর্তন সম্পর্কে তথ্য পাইয়া থাকে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ যাচাইপূর্বক ঐ পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবে।

৪৫। স্বাস্থ্য কার্ড এবং কার্ডধারী।-(১) কর্তৃপক্ষ স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিসের মাধ্যমে প্রত্যেক যোগ্য ব্যক্তিকে একটি কার্ড প্রদান করিবে যাহা স্বাস্থ্য কার্ড হিসাবে পরিচিত হইবে এবং উহাতে কার্ডধারীর পরিচয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং সুবিধাভোগীদের বিবরণ সন্নিবেশিত হইবে যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদানকৃত কার্ড পাঁচ বছরের জন্য বৈধ থাকিবে।

৪৬। ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্য কার্ড। (১) যদি কোন স্বাস্থ্য কার্ড হারাইয়া যায় অথবা ধ্বংস হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহা হইলে উহার ধারকের আবেদন এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সময় সময় পরিবর্তনযোগ্য নির্ধারিত ফি পরিশোধপূর্বক , উহার একটি ডুপ্লিকেট কার্ড প্রদান করা যাইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী আবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ, ৩০ দিনের মধ্যে, একটি ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করিবে এবং ডুপ্লিকেট স্বাস্থ্যকার্ড প্রদান পর্যন্ত কার্ডধারী ও তাহার সুবিধাভোগীদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের সাময়িক ব্যবস্থা করিবে।

৪৭। বিবাহ পরবর্তী সুবিধার সীমাবদ্ধতা।-(১) একজন পুরুষ কার্ডধারী বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় পুনর্বিবাহ করিলে -

(ক) তিনি তফসিল ক এর অনুচ্ছেদ (ক) বা (খ) এ উল্লিখিত ব্যক্তি হিসাবে গণ্য হইবেন না;

(খ) নতুন স্ত্রী অথবা তাহার সন্তান, নতুন বিবাহ হইতে অথবা পূর্ববর্তী বিবাহ হইতে জন্মগ্রহন করিলে, এইরূপ নতুন স্ত্রী অথবা তাহার সন্তান, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পুরুষের স্বাস্থ্য কার্ড এর সুবিধাভোগী হইবেন না।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোন কিছুই নতুন স্ত্রীকে একটি নিজস্ব স্বাস্থ্য কার্ড পাওয়া হইতে বারিত করিবে না যদি তিনি অন্যথায় যোগ্য হইয়া থাকেন৷

তবে শর্ত থাকে যে, ঐ নতুন স্ত্রীর স্বামী, স্ত্রীর অনুকূলে প্রদত্ত স্বাস্থ্য কার্ডের সুবিধাভোগী হইবেন না।

৪৮। কার্ড ধারী বা সুবিধাভোগীর বাসস্থানের পরিবর্তন।-(১) একজন কার্ডধারী বা সুবিধাভোগী কোন কারণে বা যে কোন সময়ের জন্য যদি কোন উপজেলা/ থানা, যে স্থান হইতে তাহাকে কার্ড প্রদান করা হইয়াছে উহার আঞ্চলিক সীমা অতিক্রম করে তাহা হইলে সেই কার্ডধারী অথবা সুবিধাভোগী যে স্থানে বসবাস করে ঐ স্থানের সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রের সুবিধা লাভের অধিকারী হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী সুবিধা লাভের উদ্দেশ্যে কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীকে কোনো সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিম্নবর্ণিত যে কোন একটি বিষয় পেশ করিতে হইবে -

(ক) স্বাস্থ্যকার্ড বা উহার একটি ফটো কপি;

(খ) কার্ড নম্বর;

(গ) কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীর আঙ্গুলের ছাপ।

৪৯।কার্ডধারী বা সুবিধাভোগীর দায়িত্ব।-

(১) একজন কার্ডধারী-

(ক)কর্তৃপক্ষের উপজেলা/ থানা অফিস কর্তৃক জারিকৃত নোটিশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবেন;

(খ) কর্তৃপক্ষের উপজেলা অফিস কর্তৃক নির্দেশিত সময় এবং স্থানে ব্যক্তিগতভাবে অথবা অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে উপস্থিত হইবেন;

(গ) উপজেলা কার্যালয় দ্বারা নির্দেশিত সময় এবং স্থানে স্বাস্থ্য কার্ড পেশ করিবেন।

(ঘ) তিনি যদি স্থায়ী ভাবে তাহার বাসস্থান পরিবর্তন করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষের উপজেলা অফিসকে উহা অবহিত করিবেন;

(ঙ) শিশু সন্তান জন্মগ্রহনের কারণে অথবা নিজে বা তাহার উপর নির্ভরশীল কাহারো বিবাহের কারণে পরিবারের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে উহা কর্তৃপক্ষের উপজেলা/ থানা অফিসে অবহিত করিবেন;

(চ) মৃত্যু, বিবাহ বিচ্ছেদ, উপার্জন ক্ষমতা বা অন্যত্র বিবাহ বা অন্য কোন কারণে কার্ডধারীর উপর সুবিধাভোগীর নির্ভরশীলতা ছিন্ন হইলে উপজেলা/ থানা অফিস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন; এবং

(ছ) স্বাস্থ্য কার্ড হারানো, ক্ষতি বা ধ্বংসের ক্ষেত্রে হারানো, ক্ষতি বা ধ্বংসের ৩০ দিনের মধ্যে উপজেলা/ থানা অফিসকে অবহিত করিবেন।

(২) কার্ড ধারীর মৃত্যু হইলে বা শারীরিক বা মানসিকভাবে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করিতে অক্ষম হইলে, সংশ্লিষ্ট প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ সুবিধাভোগীগণ এইরূপ মৃত্যু বা অক্ষমতার ৩০ দিনের মধ্যে উহা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন ।

(৩) একজন কার্ডধারী কোন ভাবেই স্বাস্থ্য কার্ডের অধিকার ও স্বার্থ কাহারো নিকট হস্তান্তর অথবা দায়বদ্ধ করিবে না।

৫০।কার্ড স্থগিত এবং বাতিলকরণ।-(১) স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা কার্যালয় প্রধান-

(ক) যে কোনো সময়ে একটি স্বাস্থ্য কাডের্র কার্যকরিতা স্থগিত করিতে পারিবেন যদি-

অ) স্বাস্থ্য কার্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জালিয়াতি করা হয় বা মিথ্যা বর্ণনা প্রদান করা হয়; বা

আ) কার্ডের অপব্যবহার করা হয়; বা

ই) কার্ডধারী নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির সাহায্যে, স্বাস্থ্য সেবা পাইবার জন্য, সেবা প্রদানকারীর কোন ডাক্তার বা কর্মচারী অথবা এইরূপ ডাক্তার বা কর্মচারীর সাথে সম্পর্কিত কোন ব্যক্তির প্রতি বল প্রয়োগ করে বা বল প্রয়োগের হুমকি প্রদান করে;

(খ) উপ-ধারা (২) এবং (৩) এর বিধান সাপেক্ষে স্বাস্থ্য কার্ড বাতিল করিতে পারেন;

(২) স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস প্রধান কোন স্বাস্থ্য কার্ড বাতিল করা সম্পর্কিত প্রাথমিক সিদ্ধান্ত গ্রহন করিলে, স্বাস্থ্য কার্ড ধারীকে প্রস্তাবিত বাতিলের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বাস্থ্য কার্ড বাতিল করিতে পারিবেন বা উপযুক্ত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কার্ড সংশোধন করিতে পারিবেন।

(৩) কার্ডের কার্যকরিতা স্থগিত বা বাতিল করিবার সময় কার্ডধারী বা কোনো সুবিধাভোগী আন্ত:রোগী হইলে, তাহার চিকিৎসা শেষ হইবার পর ঐ স্থগিতাদেশ বা বাতিলাদেশ কার্যকর হইবে।

(৪) কোন স্বাস্থ্য কার্ড বাতিল করা হইলে, জনদাবি (Public Demand) হিসাবে কর্তৃপক্ষ কার্ড ধারীকে প্রদানকৃত সেবার খরচ উসুল করিতে পারিবে।

৫১। কার্ড বাতিলকরণের ফলাফল।-(১) কেবলমাত্র স্বাস্থ্য কার্ড বাতিল হইবার কারণে স্থানীয় স্বাস্থ্য সুরক্ষা অফিস কর্তৃক নিরূপিত প্রতারণা, মিথ্যা বর্ণনা অথবা অপব্যাবহারের দরুন সৃষ্ট দেওয়ানি বা ফৌজদারি দায় হইতে কার্ডধারী অব্যাহতি পাইবে না।

(২) কার্ড বাতিল হওয়া সত্ত্বেও এই আইনের অধীনে অন্য কোনোভাবে কার্ড পাইবার যোগ্য হইলে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য কার্ড প্রদান করা যাইবে।

৫২। বাতিল আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।-(১) কার্ডধারী বা যে কোনো সুবিধাভোগী ৫০ ধারার অধীন স্বাস্থ্য কার্ড বাতিল এর বিরুদ্ধে ৬০ দিনের মধ্যে এক্সিকিউটিভ বোর্ডের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

(২) নির্বাহী বোর্ড, আপীল আবেদন প্রাপ্তির পর ৩০ দিনের মধ্যে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আপিল নিস্পত্তি করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

অভিযোগ ফোরাম

৫৩। অভিযোগ ফোরাম।-(১) কার্ডহোল্ডার, সুবিধাভোগী অথবা সেবা প্রদানকারীর অভিযোগের প্রতিকারের জন্য সরকার উপজেলা, থানা অথবা জেলা পর্যায়ে প্রয়োজন অনুসারে অভিযোগ ফোরাম গঠন করিবে।

(২) অভিযোগ ফোরামের আদেশের বিরূদ্ধে আপীল শুনানির জন্য সরকার প্রয়োজনীয় সংখ্যক আপীল কর্তৃপক্ষ গঠন করিবে।

(৩) অভিযোগ ফোরাম এবং আপীল কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৪। অভিযোগের ভিত্তি।-নিম্নলিখিত যে কোন একটি বা একাধিক কারণে অভিযোগ করা যাইবে-

(ক) ধারা ৩২ এ উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সেবা বা সেবা সমূহ প্রদানে ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতা বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন;

(খ) ধারা ৩২ এ উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সেবা বা সেবা সমূহ প্রদানে ইচ্ছাকৃত অবহেলা;

(গ) ধারা ৩২ এ উল্লিখিত প্রয়োজনীয় সেবা বা সেবা সমূহ প্রদানের ক্ষেত্রে অযৌক্তিক বিলম্ব;

(ঘ) সেবা প্রদানকারীর দাবি প্রক্রিয়াকরণে বিলম্ব, যা সম্মত সময় অতিক্রম করে; এবং

(ঙ) অন্য কোন কার্য বা অবহেলা যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য ক্ষতিগ্রস্ত করে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

৫৫। অভিযোগ দায়ের।-(১) একজন কার্ডধারী, সুবিধাভোগী বা সেবা প্রদানকারী ধারা ৫৪ এ উল্লিখিত যেকোনো এক বা একাধিক কারণে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে।

(২) অভিযোগ দায়ের পদ্ধতি, তার নিষ্পত্তি এবং অভিযোগ ফোরামের সিদ্ধান্ত কার্যকর করার পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৬. আপীল- অভিযোগ ফোরামের সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে আপীল কর্তৃপক্ষের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

নবম অধ্যায়

অপরাধ

৫৭। আইনের বিধান লঙ্ঘন।- (১) এই আইনের যে কোন বিধনের লঙ্ঘন একটি অপরাধ হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি এই আইনের কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে তজ্জন্ন তিনি অনধিক দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫৮।স্বাস্থ্য কার্ডের অননুমোদিত ব্যবহার- (১) কোন ব্যক্তি এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের পরিপন্থী উপায়ে স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহার করিবেন না বা এই আইনের অধীনে স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহারে অনুমোদিত নহে এমন ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য কার্ড ব্যবহার করিতে দিবেন না ।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘন হইবে একটি অপরাধ এবং কোন ব্যক্তি এই অপরাধ করিলে তজ্জন্ন তিনি অনধিক দশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে অথবা ছয় মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৫৯। জালিয়াতি চর্চা।-(১) সেবা প্যাকেজে নির্ধারিত সেবার অপব্যবহার, স্টোর হইত স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য ঔষধ অননুমোদিত বিক্রয় বা অপসারণ, আইনের অধীনে সেবা প্রদানের বা প্রাপ্যতার যোগ্যতা নাই এমন ব্যক্তির দ্বারা বা ব্যক্তিকে সেবা প্যাকেজের নির্ধারিত কোনো সেবা প্রদান বা গ্রহণ, জাল চিকিৎসা কার্ড ব্যবহার বা উপরোক্ত যেকোনো ঘটনা সংগঠনের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করা জালিয়াতির চর্চা হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত জালিয়াতির চর্চা হইবে একটি অপরাধ এবং কোন ব্যক্তি জালিয়াতির চর্চা করিলে তজ্জন্ন তিনি অনধিক এক বছর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থ দন্ডে অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৬০। কর্তৃপক্ষের একজন কর্মী কর্তৃক অপরাধ।- বাধ্যতামূলক চাঁদা বা তহবিলের টাকা আত্মসাতের দায়ে কর্তৃপক্ষের কোন কর্মচারী বা কর্মকর্তা দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন যাহা আত্মসাৎকৃত টাকার ৩ গুন বা সর্বোচ্চ ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে অথবা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৬১। আমল, বিচার ও আপীল।- (১) এতদুদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ বা কর্তৃপক্ষ দ্বারা অনুমোদিত কোন কর্মকর্তার দায়ের করা লিখিত অভিযোগ ব্যতীত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য কোন পুলিশ অফিসার তদন্ত করিবে না বা কোন আদালত আমলে লইবে না।

(২) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের আমল ও বিচার এবং বিচার আদালতের সিদ্ধান্ত হইতে আপীল ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

অধ্যায় দশ

বিবিধ

৬২ ।মেডিকেল সার্টিফিকেট।- প্রত্যেক সেবা প্রদানকারীর অফিসে মনোনীত স্বাস্থ্য কর্মকর্তা থাকিবেন যিনি কার্ডধারী বা সুবিধাভোগী রোগীর অনুরোধে নির্ধারিত ফর্মে ও পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় মেডিকেল সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন ।

৬৩। প্রতিবেদন ইত্যাদি জমা।- (১) কর্তৃপক্ষ প্রতি অর্থ বছরের শেষে সরকারের কাছে যথা শীঘ্র সম্ভব ঐ বছরের জন্য উহার কার্যক্রমের উপর একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

(২) কর্তৃপক্ষ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও বিরতিতে সরকারের নিকট জমা দিবে-

(ক) সরকারের চাহিদা অনুসারে আয়, হিসাব, বিবৃতি, প্রাক্কলন এবং পরিসংখ্যান;

(খ) সরকার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর তথ্য এবং মন্তব্য;

(গ) সরকার কর্তৃক চাহিত হইলে পরীক্ষার জন্য বা অন্য কোন উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দলিলাদির কপি ।

৬৪। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৫।প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা। - এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কর্তৃপক্ষ, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে এইরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৬।সরল বিশ্বাসে কৃত কাজকর্ম সংরক্ষণ।- এই আইন বা তদধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান বা আদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হইলে বা ক্ষতিগ্রস্থ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তজ্জন্য সরকার, প্রধান নির্বাহী, অথবা কর্তৃপক্ষের বা সরকারের কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে দেওয়ানী বা ফৌজদারী মামলা বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের বা রুজু করা যাইবে না।

৬৭। প্রধান নির্বাহী, সদস্য, কর্মকর্তা ইত্যাদি সরকারী কর্মচারী হইবে।- প্রধান নির্বাহী এবং নির্বাহী বোর্ডের সদস্য, স্বীকৃতি কমিটির সদস্য ও কর্মকর্তা ও কর্মচারী, কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষের পক্ষে কাজ করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তি দণ্ডবিধির (১৮৬০ সালের ৪৫ নং আইন) ধারা ২১ অনুযায়ী সরকারী কর্মচারী হইবে।

৬৮। নির্বাহী আদেশ।- এই আইন প্রয়োগ করিবার জন্য, এই আইনের অধীন বিধি বা প্রবিধান প্রণয়ন পর্যন্ত, সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সময় সময় প্রয়োজনীয় নির্বাহী আদেশ প্রদান করিতে পারে।

তফসিল - ক

(২৯ নং ধারা দেখুন)

সরকার নিম্নলিখিত নির্দেশাবলী অনুসরণপূর্বক বাধ্যতামূলক চাঁদা ঠিক করিবে-

(ক) দারিদ্র্যসীমার নীচে কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা সরকার প্রদান করিবে;

(খ) প্রান্তিক আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা সর্বনিম্ন হইবে;

(গ) মধ্য আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা, প্রান্তিক আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা হইতে সর্বাধিক ৫০% বেশী হইবে;

(ঘ) উচ্চ মধ্যম এবং উপরের আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা, মধ্যম আয়ের কার্ডধারীদের প্রদেয় বাধ্যতামূলক চাঁদা হইতে সর্বাধিক ৫০% বেশী হইবে।

তফসিল - খ

(৩২ নং ধারা দেখুন)

(১) প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী একজন কার্ডধারী বহির্বিভাগের রোগীর জন্য নিম্নবর্ণিত ন্যুনতম সেবা প্রদান করিবে-

(ক) অবিলম্বে মনোনীত ইউনিটের চিকিৎসা কর্মীর মনোযোগ;

(খ) ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ;

(গ) ব্যবস্থা পত্র (Prescription);

(ঘ) স্টোরে থাকাসাপেক্ষে বিনামূল্যে ঔষধ;

(ঙ) রোগনির্ণয়, পরীক্ষাগার ও অন্যান্য মেডিকেল পরীক্ষার সেবা;

(চ) দাঁত উৎপাটন;

(জ) উপযুক্ত সেবা প্রদানকারীর নিকট জরুরী স্থানান্তর।

(২) প্রত্যেক সেবা প্রদানকারী একজন অসুস্থ আন্ত:রোগী কার্ডধারীকে নিম্নবর্ণিত ন্যূনতম সেবাপ্রদান করিবে-

(ক) বিনামূল্যে বাসস্থান এবং খাবার-দাবার;

(খ) অস্ত্রোপচার সুবিধা;

(গ) ২৪ ঘন্টা চিকিৎসা সেবা;

(ঘ) অনুচ্ছেদ ১ এ উল্লিখিত বহির্বিভাগের রোগীদের জন্য প্রদেয় সেবা;

(ঙ) উপযুক্ত সেবা প্রদানকারীর নিকট জরুরী স্থানান্তর বা রেফারেল।

(৩) কর্তৃপক্ষ সময় সময় অনুচ্ছেদ ১ এবং ২ এ উল্লিখিত সেবা ছাড়াও কার্ডধারীদের প্রদেয় সেবা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৪) বহির্ভূত সেবা- নিম্নলিখিত সেবাসমূহ এই আইনের অধীনে একজন কার্ডধারীকে কোন সেবা প্রদানকারী প্রদান করিবে না-

(ক) ব্যবস্থা পত্র (Prescription) বহির্ভূত ঔষধ এবং পরিকল্পনা;

(খ) বহির্বিভগীয় রোগীদের মনঃচিকিৎসা ও চিকিৎসা ব্যাধির জন্য পরামর্শ;

(গ) মাদক এবং অ্যালকোহলের অপব্যবহার;

(ঘ) মাদক এবং অ্যালকোহলের অপব্যবহার বা আসক্তির জন্য চিকিৎসা;

(ঙ) সৌন্দর্যবর্ধক শৈল্য চিকিৎসা;

(চ) বাসস্থান এবং পুনর্বাসন সেবা;

(ছ) খাবার ও পথ্যজাত (Optometric) সেবা;

(জ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক চিহ্নিত ব্যয় অকার্যকর পদ্ধতিসমূহ যাহা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সুনির্দিষ্ট করা হইবে।